চক্রান্তের বাধা মানব না: মমতা

তিনের পাতার পর

রঙিন-সাজানো এই হাটের প্রতিটি প্রান্তরে যান মমতা, ঘুরে দেখেন, কথা বলেন হস্তশিল্পীদের সঙ্গে। বলেন, রাজ্যের প্রতিটি সাব-ডিভিশনে একটি করে হাট গড়ে তোলা হবে।

এরপর মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করেন আইকিউ সিটি, বেসরকারি প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ এবং স্কুলের। এক বছরের মধ্যে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাবেন এই হাসপাতালে। ডাঃ দেবী শেঠি থাকবেন হাসপাতালের উপদেষ্টা হিসাবে। মমতা বলেন, স্কুল, হাসপাতাল, সব মিলিয়ে কর্মসংস্থান হবে প্রায় ১০ হাজার। উন্নয়নকে দ্রুততর করতে বর্ধমান এবং দুর্গাপুর-আসানসোলকে নিয়ে পৃথক জেলা করা হবে। শিল্পাঞ্চলে যুক্ত হবে হেলিকপ্টার সার্ভিস। রাজ্যের উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এলে সাহায্য করবে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। তৈরি হবে পাওয়ার ব্যাঙ্কও।

ওয়েস্টবেঙ্গল মিনারেল ডেভলপমেন্ট ও ট্রেডিং কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় ট্রান্স দামোদর কয়লা প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প দফতরের উদ্যোগে সরকার প্রথমবার কয়লা উৎপাদন করছে। যার ১২.৫ শতাংশ পাবে মধ্য ও ক্ষুদ্র শিল্প। পার্থবাবু বলেন, "কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিক গতি বাড়বে। হবে কর্মসংস্থানও।" মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আইটি হাব হচ্ছে। বাঁকুড়া, দুর্গাপুরের প্রতিটি এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নের কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, বাংলায় বিশ্বযুব উৎসব আয়োজন করবে সরকার। এদিন একইসঙ্গে মুকুলবাবুর উদ্যোগে চালু হওয়া পুরুলিয়া-ভিল্লুপুরম এক্সপ্রেসের যাত্রা সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুকুলবাবু বলেন, "উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রক্ষা করেছেন।" কলকাতা থেকে বাঁকুড়া ট্রেন চালু করার কথাও এদিন ঘোষণা করেন মুকুলবাবু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, অনগ্রসর জাতি উন্নয়নমন্ত্রী উপেন বিশ্বাস, শিশু বিকাশ দফতরের মন্ত্রী শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে ট্রেনের যাত্রা শুরু করান স্বনির্ভর গোষ্ঠী-মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো এবং বিধায়ক কে পি সিং দেও।